১৭/৪/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

অর্থাভাবে কাজীর শিমলা নজরুল পাঠাগার বন্ধের উপক্রম

ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) হইতে সংবাদদাতা ।। অর্থাভাবে ত্রিশালের কাজীর শিমলা দারোগা বাড়ীস্থ নজরুল পাঠাগার এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পাঠাগার ভবনটি পুকুরের ভাংগনের সম্মুখীন হইয়াছে। জানা যায়, ১৯৭৪ সালে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত ত্রিশাল উপজেলার কাজীর শিমলায় দারোগা বাড়ীর পুকুর পাড়ে নজরুল পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাঠাগারটি দেখাশুনা করিবার জন্য কাজী পরিবারের একজনকে লাইব্রেরীয়ান হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জেলা পরিষদ হইতে তাহাকে কিছু সম্মানীও দেওয়া হইত। বর্তমানে কাজী রফিজ উল্লাহর নাতি কাজী শাহাদত হোসেন লাইব্রেরীয়ান ও কেয়ারটেকারের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। কিন্তু তিনি কোন সম্মানী পাইতেছেন না। ফলে পাঠাগারের কাজে তিনি এখন আর তেমন সময় দেন না। সময়মত পাঠাগারটি খোলাও হয় না। দুই শতাধিক পাঠক থাকিলেও ২০০০ সালে মাত্র ১৫ জন পাঠক বই নিয়াছেন। ২০০১ সালের ৯ই মে পর্যন্ত মাত্র একজন পাঠকের নামে একটি বই ইস্যু করা হইয়াছে। দুই হাজার বই থাকিলেও নজরুল বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। পাঠাগারে কোন পত্র-পত্রিকা আসে না। অথচ সৌজন পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করা হইলে পাঠাগারটি জমজমাট হইয়া উঠিত দুই বৎসর যাবৎ অনুদানেও কোন বই পাওয়া যাইতেছে না। প্রায় সময়ই পাঠাগার তালাবদ্ধ থাকে।

নজরুল পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক কাজী কামরুজ্জামান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে নজরুলের আগমন কাজী রফিজউল্লা দারোগার মাধ্যমেই ঘটিয়াছে। অন্ততঃ এই জন্যে হইলেও দারোগা বাড়ীতে কিছু একটা করা হউক, ইহা সবাই চায়। কাজীর শিমলাকে বাদ দিয় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ণ সফলতা লাভ হইবে না দুই বৎসর যাবৎ কোন মন্ত্রী-আম কাজীর শিমলায় আসেন নাই। জন্য এলাকাবাসী হতাশ ও ক্ষ হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকা সাহায্য না পাওয়ায় এবং অর্থ সংকটের কারণে পাঠাগার ভব সংস্কার করাও সম্ভব হইতেছে ন ভবনের চালার টিন ছিদ্র হই পানি ঝরিতেছে। মাটি ভ করিতে না পারায় ভবনটি পুকু ভাংগনের সম্মুখীন হইয়াছে সাইন বোর্ডটি ভাংগিয়া পড়িয়াছে নূতন করিয়া সাইন বোর্ড তৈ করিবার আর্থিক সঙ্গতি না পুরানো সাইন বোর্ডটি এখন পা গারের দেওয়াল ঘেঁষিয়া মাটি রাখা হইয়াছে।